C. ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Personality)

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

(1) **জৈব-মানসিক সত্তা ঃ** ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জৈব-মানসিক সত্তা, যা ব্যক্তির জন্মগত এবং অর্জিত গুণাবলির সাহায্যে তার ব্যক্তিত্বকে সংগঠিত করে তোলে।

(2) **স্বতন্ত্র একক ঃ** ব্যক্তিত্ব হল একটি স্বতন্ত্র একক। কারণ এটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। একজন ব্যক্তির মধ্যে যে সকল গুণাবলি রয়েছে তা অন্য ব্যক্তির মধ্যে নাও থাকতে পারে।

(3) **পরিবর্তনশীল ঃ** পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। তাই বলা যায়, ব্যক্তিত্ব হল পরিবর্তনশীল, বিকাশমান এবং গতিধর্মী।

(4) **আত্মসচেতনতা ঃ** ব্যক্তিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য হল আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি। ব্যক্তির মধ্যে যখন অহংবোধের বিকাশ ঘটে তখন তাকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে গণ্য করা হয়। আত্মসচেতনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(5) **পরিমাপযোগ্য ঃ** ব্যক্তিত্ব পরিমাপযোগ্য। ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা প্রয়োগ করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা যায় এবং এর সাহায্যে ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক সম্পর্কে জানা যায়।

(6) **আচরণের নির্ধারক ঃ** ব্যক্তিত্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তির আচরণের নির্ধারক। ব্যক্তির আচরণের গতিপ্রকৃতি নির্দিষ্ট করে বলে ব্যক্তিত্বকে আচরণের নির্ধারক বলা হয়।

(7) **লক্ষ্যাভিমুখিতা ঃ** ব্যক্তিত্ব হল একটি লক্ষ্যাভিমুখী প্রক্রিয়া। এটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সবসময় এগিয়ে চলে।

(8) **অভিযোজন ক্ষমতা ঃ** অভিযোজনমূলক ক্ষমতার সাহায্যে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে এবং অন্য ব্যক্তির থেকে নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে।

(9) **দ্বিমুখী প্রক্রিয়া ঃ** ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। একই ব্যক্তির মধ্যে যেমন প্রাক্ষোভিক অস্থিরতা লক্ষ করা যায়, তেমনি আবার তার মধ্যে প্রাক্ষোভিক ধৈর্য পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং, ব্যক্তিত্ব হল একটি জৈব-মানসিক সত্ত্বার গতিশীল সংগঠন, যার মাধ্যমে ব্যক্তি পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনমূলক আচরণের দ্বারা নিজের চিন্তা, অনুভূতি এবং ভাবধারাকে প্রকাশ করতে পারে এই সকল বিষয়গুলি ব্যক্তিকে সু-ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তোলে।

10.2 ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of Personality)

ব্যক্তির জীবনবিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। জীবনবিকাশের সময় ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক গঠনগুলির বিকাশ ঘটে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য পরিবেশের অভিযোজনের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটে। ব্যক্তির এই বিকাশ জন্ম থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বংশগত গুণাবলি এবং পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়ের ফলে সংগঠিত হয়ে থাকে।

A. ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায় (Phase of Development of Personality)

ব্যক্তিত্বের বিকাশের পর্যায়গুলি হল—(1) বিভেদীকরণ, (2) সমন্বয়, (3) পরিণমন, (4) শিখন, (5) অন্যান্য প্রক্রিয়া।

(1) বিভেদীকরণ ঃ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম পর্যায় হল বিভেদীকরণ (Differentiation)। শিশু জন্মগ্রহণের পরে বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি কোনো পৃথক প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি থাকে সামগ্রিক।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশু খিদে পেলে, আঘাত পেলে, তার কাছ থেকে কোনো জিনিস নিয়ে নিলে, পেটে ব্যাথা লাগলে কাঁদে। এখানে উদ্দীপকের প্রকৃতি ভিন্ন হলেও প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি একই অর্থাৎ সামগ্রিক। এই সময় শিশুর দেহ সঞ্চালনও সামগ্রিক প্রকৃতির হয়ে থাকে।

শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে ততই তাদের উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া পৃথক হতে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি বয়সস্তরে পৌঁছোলে শিশু যথার্থ উদ্দীপকের প্রতি যথার্থভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

মনোবিদ কার্ট লিউইন (K. Lewin) বলেছেন, শিশুর আচরণের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকেন না। তাদের বিভিন্ন কাজের সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচরণ ধারার মধ্যে যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি তা সুবিন্যস্ত হতে থাকে। লিউইন জীবনবিকাশের তিনটি ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নে রেখা চিত্রে দেখানো হল—

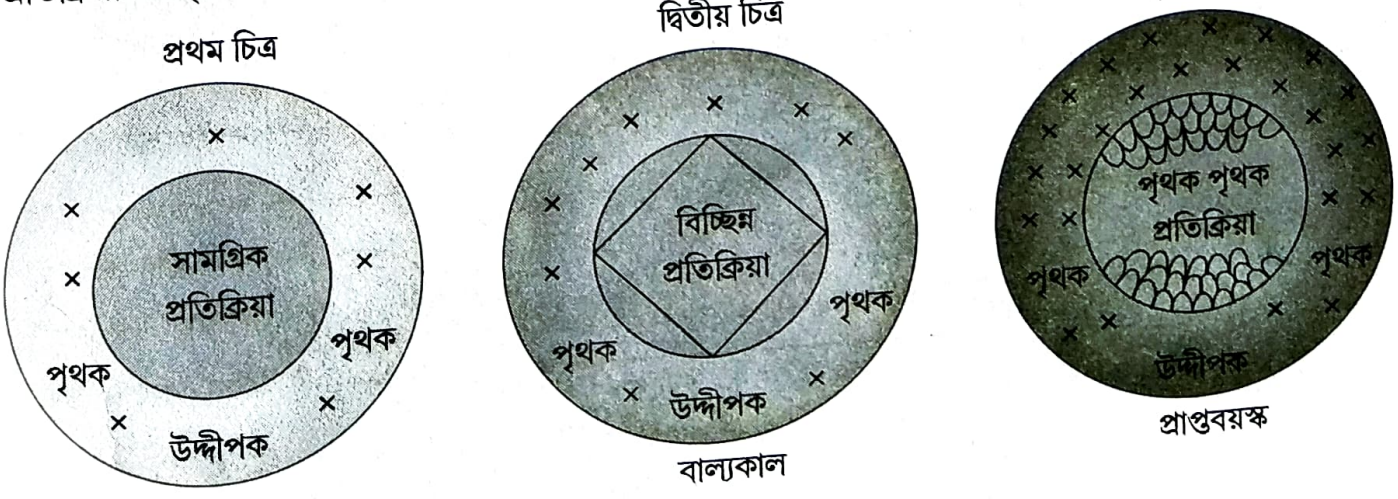

জীবনবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করাকে বিভেদীকরণ বলে।

(2) **সমন্বয় ঃ** বিভেদীকরণের পরবর্তী পর্যায় হল সমন্বয়ের (Integration) প্রক্রিয়া। ব্যক্তির জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আচরণ ধারার মধ্যে ক্রমসমন্বয় ঘটে। এর মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ, ব্যক্তির জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আচরণ ধারার সমন্বয়ের ফলে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তাকেই সমন্বয়ের প্রক্রিয়া বলে। মনোবিদ আলপোর্ট বলেছেন, সমন্বয় হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সময়ে বিভিন্ন প্রবণতা ও আচরণ ধারার ক্রমসমন্বয়ের দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে থাকে। মনোবিদগণ সমন্বয় প্রক্রিয়ার যে সকল কৌশলগুলির আশ্রয় গ্রহণ করেন সেগুলি হল—

(a) **অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া ঃ** অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে শিশু প্রারম্ভিক পর্যায়ে নানান অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতা ও পরিবেশের ভিন্নধর্মী উদ্দীপকের মধ্যে সমন্বয় ঘটে।

(b) **জৈব-মানসিক সংগঠন সৃষ্টি ঃ** অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলির সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন জৈব-মানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে, যার দ্বারা বিশেষ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিতে ব্যক্তি একই রকম আচরণ করে থাকে। এগুলিই হল অভ্যাস। তাই মনোবিদগণ বলেছেন, অভ্যাস ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিভিন্ন প্রবণতার সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

(c) **ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদান ঃ** অভ্যাসগুলির পারস্পরিক সমন্বয়ের ফলে ব্যক্তির আচরণ ধারা অনেক বেশি সুসংহত হয়। এই স্তরে কিছু স্থায়ী ও অস্থায়ী সংগঠন তৈরি হয়, এদের বলা হয় ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ। ব্যক্তিত্বের এই সংলক্ষণগুলি পরবর্তী বিকাশের উপাদান ও গতি নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে। তাই ব্যক্তিত্বের এই সংলক্ষণগুলিকেই মৌলিক উপাদান বলা হয়।

(d) **অহমসত্তার বিকাশ ঃ** ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির পারস্পরিক সমন্বয়ের ফলে ব্যক্তির মধ্যে অহমসত্তার (Ego) বিকাশ ঘটে। ব্যক্তির অহমসত্তা পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন রূপগ্রহণ করে এবং বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে।

(e) **ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঃ** ব্যক্তির বিভিন্ন অহমসত্তাগুলির পারিপার্শ্বিক সমন্বয়ের দ্বারা একক অহমসত্তা গড়ে ওঠে। একক অহমসত্তার সংগঠনের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়।

শিশু জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটি পরিবার, বিদ্যালয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে মানসিক সংগঠনের বিকাশ ঘটে যা সুসংহত এবং অর্থপূর্ণ রূপ লাভ করে। ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। তার একটি রেখাচিত্র নিম্নে দেওয়া হল—

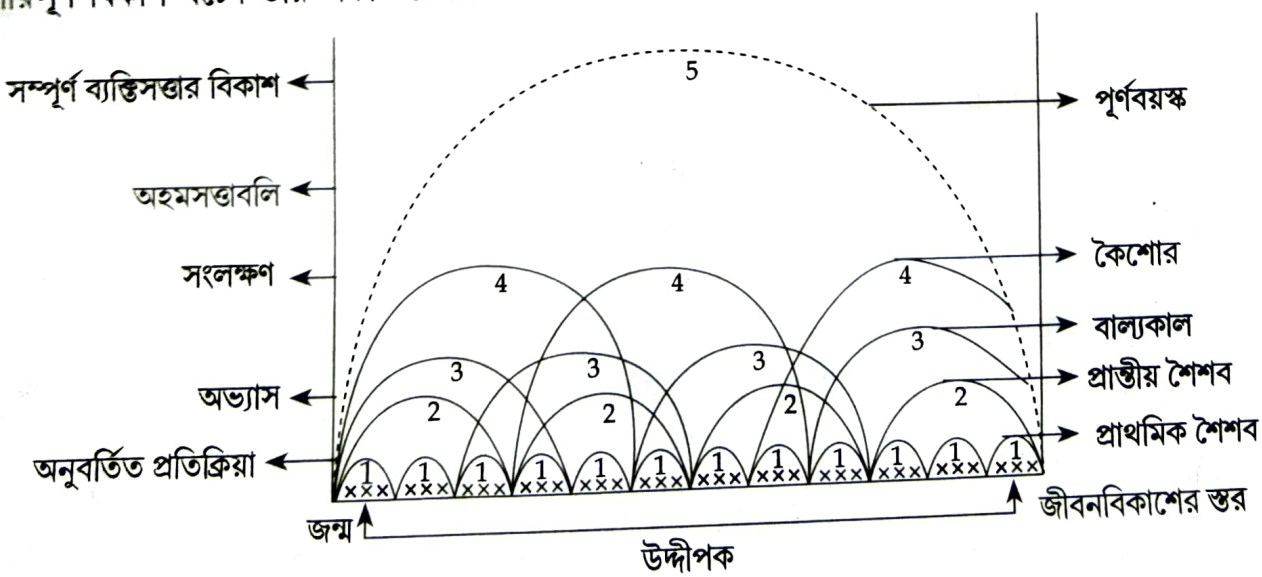

ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের একটি চিত্ররূপ

[আলপোর্টের অনুসরণে]

চিত্রের ডানদিকে জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তর দেখানো হয়েছে এবং বামদিকে সমন্বয়ের বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। 'X' চিহ্নের দ্বারা নীচে উদ্দীপক এবং কাটা রেখা দ্বারা ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক সংগঠনকে বোঝানো হয়েছে।

(3) পরিণমন ঃ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি অন্যতম কৌশল হল পরিণমন। পরিণমনের (Maturation) দ্বারা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত যে সকল সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

(4) শিখন ঃ শিখন (Learning) হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। শিখনের বিভিন্ন কৌশলগুলি হল—অনুবর্তন, প্রচেষ্টা ও ভুলের কৌশল, অন্তর্দৃষ্টিমূলক কৌশল ইত্যাদি। শিখনের এই কৌশলগুলি ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

(5) অন্যান্য প্রক্রিয়া ঃ ব্যক্তিত্বের বিকাশে অন্যান্য যে সকল বিষয় সহায়তা করে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আত্মসচেতনতা, আত্মসংযম, আত্মসমালোচনা, আত্মোন্নতি ইত্যাদি।

সুতরাং, ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেমন জীবনবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত তেমনি তা ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেন্দ্রিক। এর সঙ্গে পারিবারিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।